দ্য আনচ্যালেঞ্জেবল
মিরাকলস অব দ্য কুরআন

মূল

ইউসুফ আল-হাজ্জ আহমদ

অনুবাদ

মোঃ খায়রুল আলম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী

CENTER FOR EDUCATION RESEARCH & TRAINING

সেন্টার ফর এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং

(প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

দ্য আনচ্যালেঞ্জেবল মিরাকলস অব দ্য কুরআন
ইউসুফ আল-হাজ্জ আহমদ

গ্রন্থস্বত্ব ©
প্রফেসর মাহবুব আহমদ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
সেন্টার ফর এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পরিবেশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউস লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৫৪, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

বর্ণালী বুক সেন্টার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৫২৮২৩৬৮, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: +৮৮ ০১৪০০৪০৩৯৪৯, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: biitpublication@gmail.com

মূল্য
টাকা ৭৫০.০০
ইউএস $ ১০.০০

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

‘দ্য আনচ্যালেঞ্জেবল মিরাকলস অব দ্য কুরআন: দ্যা ফ্যাক্টস দ্যাট ক্যান্ট বি ডিনাইড বাই সায়েন্স’ নামক গ্রন্থটি ইউসুফ আল-হাজ্জ আহমদ কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। আরবি গ্রন্থখানি রচনা করে লেখক দীন-ইসলামের এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। পরবর্তীতে বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার নাসিরুদ্দিন আল খাত্তাব (কানাডা) এটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে আরও বিপুল সংখ্যক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিচিত্র সমাহারে সমৃদ্ধ বইটি ইসলামি সাহিত্যের জগতে একটি চমৎকার সংযোজন। এতে রয়েছে আল-কুরআনে অদৃশ্যের মিরাকল বা অলৌকিকতা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, ইসলামি শরিয়ার বিধিনিষেধ সম্বন্ধীয় কিছু বিষয়, সংখ্যাসূচক মিরাকল, বাচনভঙ্গির অলৌকিকতা, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্ময়, যুদ্ধ, রাসূলুল্লাহ (স.) ও কতিপয় সাহাবির মৃত্যু, কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে এমন কিছু বিষয়, অবিশ্বাসীদের শাস্তি, ভ্রূণ ও মানবশিশুর জন্ম ইত্যাদিসহ বহু অসাধারণ ও অলৌকিক বিষয়ের আলোচনা।

অদৃশ্যের মিরাকল বা অলৌকিকতার মধ্যে আছে বিভিন্ন যুদ্ধ ও মুসলিমদের বিজয় লাভ (মক্কা বিজয়, কনস্টান্টিনোপল বিজয়), উম্মতের দু’টি দলের মধ্যে সংঘর্ষ, কিয়ামতের পূর্বে ঘটিতব্য কিছু আলামত। ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের মধ্যে আছে বন্যা, বাদশাহ ইউসুফ, মুসা ও ফিরাউন, বার্নাবাসের গসপেল, মৃত সাগরের স্ক্রল, রোমানদের বিজয়, হেজাজে আগুন দৃশ্যমান হওয়া ইত্যাদি। আইন বিষয়ক মিরাকলের মধ্যে রয়েছে রক্ত, শুকর, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়। সংখ্যাসূচক অলৌকিকতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই সূরা আল-মুদ্দাসসিরের ‘উনিশ’ সংখ্যার মিরাকল, ইসরাইলের বিলুপ্তি সাধন। বাচনভঙ্গির মিরাকলে রয়েছে মানবদেহের অস্থি, মাংস ও ভ্রূণের বিস্ময়কর কথা। আছে শিশুর দুধ পান, ত্বকের রং নির্ধারণ, স্মৃতি, হৃৎপিণ্ড ও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের আলোচনা। এছাড়া মানবদেহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কক্সিস বা টেইলবোনের বিস্ময়, আঙুলের ছাপের রহস্য, দৃষ্টি ও শ্রবণের অজানা কথা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফলসহ বহুবিধ অলৌকিক বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ এ গ্রন্থ।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য মূল্যবান এই বইখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কাজে অগ্রসর হই। বিজ্ঞানের যেসব বিস্ময়কর বিষয় সম্প্রতি আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তার অনেক কিছুই দেড় হাজার বছর পূর্বে আলোচিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর (স.) মহান বাণীতে। এরূপ বিস্ময়কর নানা বিষয় নিয়ে লেখক তার আলোচনার ডালি সাজিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। সে কারণে গ্রন্থখানি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। সেই বিবেচনায় বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে মূল্যবান এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পৌঁছে দেওয়া উম্মাহর খেদমতের একটি অংশ বলে মনে করি। আশা করি, গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও গবেষকদের উপকারে আসবে।

এ গ্রন্থে উদ্ধৃত আল-কুরআনের আয়াতসমূহের ইংরেজি অনুবাদে মাঝে মাঝে বন্ধনীর ভেতর কিছু মন্তব্য ও ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে দু'টি প্রথিতযশা তরজমা গ্রন্থ 'আল-কুর'আনুল কারিম' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) এবং তাফসির ইবনে কাসির থেকে সরাসরি সহযোগিতা নিয়েছি। আয়াতসমূহের বাংলা অনুবাদে বন্ধনীর ব্যবহার যতদূর সম্ভব সীমিত রাখা হয়েছে।

গ্রন্থের টাইটেল বা নামকরণ অর্থবহ রাখার লক্ষ্যে ইংরেজি নামটিই বাংলা উচ্চারণে রাখা হয়েছে। চেষ্টা করেছি প্রবন্ধসমূহের মূল ভাব ও বক্তব্য অক্ষুন্ন রাখতে এবং ইংরেজিতে লেখা বক্তব্য সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলায় উপস্থাপন করতে, যার সাফল্য বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করবেন সম্মানিত পাঠকবৃন্দ।

বিআইআইটির মহাপরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ এবং প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র সহকারী পরিচালক ড. সৈয়দ শহীদ আহমদ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে সেন্টার ফর এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং। এজন্য প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর মাহবুব আহমদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মহান আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং সকলের নেক আমল কবুল করুন, আমিন।

মোঃ খায়রুল আলম
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
জুন ২০২২, জিলকদ ১৪৪৩

সূচি

লেখকের কথা ১০

অধ্যায় ১

ইসলামে বিজ্ঞানের পরিচয় ১৩

অধ্যায় ২

অলৌকিকতার (ই'জায) ধারণার সূচনা ৩৭

দৈহিকভাবে অনুধাবনযোগ্য অলৌকিকতার ওপর কুরআনের অলৌকিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ৪৪

অধ্যায় ৩

কুরআনে অদৃশ্যের অলৌকিকতা ৪৭

বদরের যুদ্ধ ৫০

কুফরির ওপর আবু লাহাব ও আল-ওয়ালিদের মৃত্যু ৫২

রাসূলুল্লাহ (স.) নিহত থেকে রক্ষা ৫২

মক্কা বিজয় ৫৫

কনস্টান্টিনোপল বিজয় ৬২

বিজয় এবং জমিনে ক্ষমতার সংহতিকরণ ৬৬

সিজার ও খসরুর বিনাশ এবং তাদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় ৬৯

তুর্কি ও অনারবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৭২

এ উম্মতের মধ্য থেকে জাহান্নামের অধিবাসী দু'টি দলের আবির্ভাব হওয়া সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী ৭৫

উম্মতের দু'টি শক্তিশালী দলের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ৭৬

নবি (স.)-এর মৃত্যু এবং তারপর ফাতিমার মৃত্যু ৭৯

উম্মু হারাম বিনতে মিলহান-এর মৃত্যু ৮১
আবু যর আল-গিফারীর মৃত্যু ৮২
এ উম্মত আহলে কিতাবের অতীত জাতিসমূহের পথ অনুসরণ করছে ৮৪
ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করা ৮৫
সাক্ষ্যদান ও মিথ্যা শপথের প্রতিযোগিতা ৮৫
আয়েশা'র (রা.) ইরাক ভ্রমণে যাওয়া সম্পর্কে নবি'র (স.) বাণী ৮৬
আলী'র (রা.) ইরাক গমন প্রসঙ্গে তাঁর বাণী ৮৭
রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত উষ্ট্রীর যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর বাণী ৮৭
মুসলমানদের মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটনের বিষয়টি আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করেছিলেন – এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী ৮৮
'আম্মার নিহত হবে এবং আলী (রা.)-এর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত' সম্পর্কিত নবির (স) বাণী ৮৮
হুসাইনের হত্যা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ৮৯
শেষ যুগে মদ্য এবং বাদ্যযন্ত্রকে মুসলমানদের বৈধ মনে করার ভবিষ্যদ্বাণী ৮৯
মসজিদসমূহ সুসজ্জিত করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়া সম্পর্কে তাঁর বাণী ৯০
কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে তাঁর বাণী ৯২
কিয়ামতের পূর্বে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হওয়া সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ৯৩

অধ্যায় ৪

ঐতিহাসিকভাবে কুরআন-এর অননুকরণীয়তা ৯৫
প্লাবন ৯৭
বাদশাহ ইউসুফ ১০০
গুহাবাসী ১০১

মুসা ও ফিরাউন	১০৪
বার্নাবাসের গসপেল	১০৭
ইপিসল (epistles) এর গ্রহণযোগ্যতা এবং বার্নাবাসের গসপেল	১০৯
বার্নাবাসের গসপেলের একটি কপি আবিষ্কার	১১০
গসপেলের একমাত্র পাণ্ডুলিপি	১১০
বার্নাবাসের গসপেলের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান	১১১
বার্নাবাসের গসপেলের ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতদের অবস্থান	১১৩
বার্নাবাসের গসপেল এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য	১১৫
মৃত সাগর স্ক্রল	১২০
রোমানদের পারস্য বিজয়	১২২
হেজাযে আগুন দৃশ্যমান হওয়া	১২৫
আগুন দৃশ্যমান হওয়া	১২৮

অধ্যায় ৫

কুরআনে আইন বিষয়ক অলৌকিকতা	১৩৩
রক্ত নিষিদ্ধ হওয়া	১৩৬
শূকরের মাংস নিষিদ্ধ	১৩৮
প্রতিশোধের আইন	১৩৯
রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ	১৪১

অধ্যায় ৬

কুরআনে সংখ্যাসূচক অলৌকিকতা	১৪৩
কুরআনের সংখ্যাসূচক অননুকরণীয়তা সম্বন্ধীয় ভূমিকা	১৪৫
সূরা আল-মুদ্দাসসির: কুরআনের সংখ্যাসূচক অলৌকিকতার প্রবেশদ্বার	১৪৯
ইসরাইলের বিলুপ্তি সাধন: সংখ্যা ও বছর গণনার প্রেক্ষাপটে	১৬২

অধ্যায় ৭

কুরআনে বাচনভঙ্গির অলৌকিকতা	১৭৩
মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা	১৭৯
এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও; তারপরও কি তোমরা দেখবে না?	১৮০
ভ্রূণের বিকাশ	১৮৬
বিজ্ঞান ও কুরআন-এর মধ্যে ভ্রূণ এবং মানবের বিকাশ	১৯১
আল-আলাক (রক্তপিণ্ড)	২০১
আল-মুদগাহ (মাংসপিণ্ড)	২০৫
অস্থি স্তর	২০৯
পেশী গঠন স্তর (মাংস দিয়ে আবৃতকরণ)	২১২
সৃষ্টির স্তর এবং জীবিত থাকার সক্ষমতা	২১৫
প্রসব স্তর	২১৮
ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ	২২৪
ছেলে না মেয়ে	২৩১
মেরুদণ্ড ও পাঁজর	২৩৪
তিনটি অন্ধকার পর্দা	২৩৮
গর্ভের পরিপূর্ণতার জন্য ন্যূনতম সময়কাল ছয় মাস	২৪১
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	২৪৩
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার	২৪৭
খতনা	২৫৩
দুধ পান	২৫৫
অস্থি: রক্ত উৎপাদনের কারখানা	২৫৯
অস্থি ও সন্ধির সংখ্যা	২৬১
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সর্বোত্তম আকৃতিতে	২৬৩

মানবদেহ	২৬৭
ত্বকে রঙের পার্থক্য এবং ত্বকের রঞ্জক পদার্থের সাথে এদের সম্পর্ক	২৭০
স্মৃতি	২৭৪
হৃৎপিণ্ড	২৭৮
ত্বক	২৮৩
দুধ ভাইয়ের সাথে (বিবাহ) নিষিদ্ধ	২৮৬
মাথার সামনের কেশগুচ্ছ	২৮৮
ব্যক্তিত্ব শনাক্তকরণ	২৯৯
কক্সিক্স (টেইলবোন)	৩০১
আঙুলের ছাপ এবং বিস্ময়কর কিছু আয়াত	৩০৫
শ্রবণশক্তি, চোখ এবং অন্তঃকরণের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা	৩১১
বিপরীত লিঙ্গের মেলামেশা	৩৩২
অশালীন পোশাক পরিহিতা নারীরা যেসব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়	৩৪১
পুরুষের সাথে নারীর করমর্দন	৩৪৬
নারীদের স্বপ্নদোষ	৩৪৯
রজঃস্রাব	৩৫০
ইসতিহাজাহ	৩৫২
বস্তু ও অবস্তু	৩৫৩

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই গুণকীর্তন করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের আত্মার খারাবি এবং মন্দ কর্ম থেকে তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন কেউ তাকে সুপথে পরিচালিত করতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে অন্য সকল দীনের ওপর একে বিজয়ী করতে পারেন, তা অবিশ্বাসীদের নিকট যতই অপছন্দের কারণ হোক না কেন।

বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের কথা বলতে হলে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে জ্ঞানের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসার লাভ করছে যা এক মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে রাখার সুযোগ নেই। প্রতিদিন ঘটছে নতুন উদ্ভাবন ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের ঘটনা। এগুলোতে ইমানদারদের ইমান আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংশয়বাদীদের সংশয় আরও বাড়ছে।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যেসব বিস্ময়কর ও অলৌকিক উপসংহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমাদের সামনে সেগুলো সংগ্রহ করতে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। অতঃপর আমি চিন্তা করলাম যে, এ সংগ্রহগুলো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে কুরআন বা সুন্নাহর বিশ্বস্ত বিবরণে অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতিটি বিষয়ই যেন বোধগম্যভাবে স্থান পায়। কোনো বিষয়ে স্কলারদের গবেষণা পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এ কারণে অনেক সময় কোনো একটি বিষয়ের আলোচনা হয়তো পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞতার ব্যাপারে একটি প্রচলিত কথা 'সাগরে ডুব দিয়ে তুমি যা পাওনি হয়তো নদীতেই তা পেতে পার' প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রিয় পাঠক, আমি চেষ্টা করেছি আপনার জন্য এমন সব বিষয় নির্বাচন করতে যার সপক্ষে রয়েছে ব্যাপক, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, আধুনিক ও চমৎকার প্রমাণাদি। বিষয়বস্তুর গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ

আমার সাথে তাদের জ্ঞান ভাগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ অবসটেট্রিসিয়ান ও গাইনকলজিস্ট ডা: মুহাম্মাদ হারব জিহাদ ইনাইয়াহ এবং মাহির কাবাব যারা উভয়ই ফার্মাসিস্ট, এদের নাম আমি উল্লেখ করব। তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বইয়ে যা আপনারা পড়ছেন তা আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের এই সময়ে জানতে পারছে, অথচ এসব বিষয়ে ১৪০০ বছরেরও বেশি আগেই কুরআনে আলোকপাত করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) বলে গেছেন। এসব আবিষ্কারের এখানেই শেষ নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের নিত্যনতুন আবিষ্কারের ঘটনা ঘটতে থাকবে যা মানুষকে দেখাবে যে, কুরআন সত্যিই আল্লাহর কথা। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

> ‘কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না- সামনে হতেও নয়, পেছন হতেও নয়। এ তো প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার অধিকারী আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।’ (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৪২)

তিনি আরও বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

> ‘এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এ তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।’ (সূরা আন নাজম ৫৩:৩-৪)

এ বইয়ে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ নিম্নরূপ:

১। ইসলামে বিজ্ঞানের ভূমিকা

২। অলৌকিকতার (ইজায) ধারণা সম্পর্কে ভূমিকা

৩। কুরআনে অদৃশ্য বিষয়ের বিস্ময়

৪। কুরআনে আইন বিষয়ক বিস্ময়

৫। কুরআনে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিস্ময়

৬। কুরআনে ব্যাখ্যার উপস্থাপনা বিস্ময়

সংক্ষেপে এগুলোই হলো এ বইয়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন আমার এই সংগ্রহ ও রচনার প্রচেষ্টাকে তাদের জন্য একটি স্মারক হিসেবে কবুল করেন; যাদের আছে সুস্থ হৃদয়, শ্রবণ করার যোগ্যতা, মনের উপস্থিতি ও স্থিরচিত্ততা। তাঁর কাছে আরও কামনা, তিনি যেন আমার এ কাজটি খালিসভাবে তাঁরই জন্য করা হয়েছে বলে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে আমার এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর উপকার প্রদান করেন। বস্তুত, তিনিই সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতার অধিকারী এবং একমাত্র তিনিই আমাদের প্রার্থনা কবুলের মালিক। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ (স.), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথিদের ওপর।

সুন্নাহর খাদেম

ইউসুফ আল-হাজ্জ আহমদ

অধ্যায় ১

ইসলামে বিজ্ঞানের পরিচয়

ইসলামে বিজ্ঞানের পরিচয়

জ্ঞান অর্জন ইসলামে ইবাদত হিসেবে গণ্য। ইবাদতের অর্থ হলো আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন সেসব কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। শাব্দিক অর্থে কোনো কিছুর বাস্তবতা সম্পর্কে জানার নাম হলো জ্ঞান। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁর ইবাদত করতে হলে প্রয়োজন আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান। যদিও দৈহিক সত্তা হিসেবে আল্লাহকে চেনা বা জানা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি সব কিছু দেখেন এবং তাঁকে কেউ দেখে না। নিজের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

'কোনো দৃষ্টি তাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি। আর তিনিই অতি সূক্ষ্মদর্শী, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।' (সূরা আন'আম ৬:১০৩)।

এটা অসম্ভব যে, তাঁর মতো আর কেউ থাকবে। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'
(সূরা আশ-শুরা ৪২:১১)।

কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে তিনি অনেক উর্ধে। তিনি বলেন:

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

'তার কোনো শরিক নেই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।' (সূরা আন'আম ৬:১৬৩)।

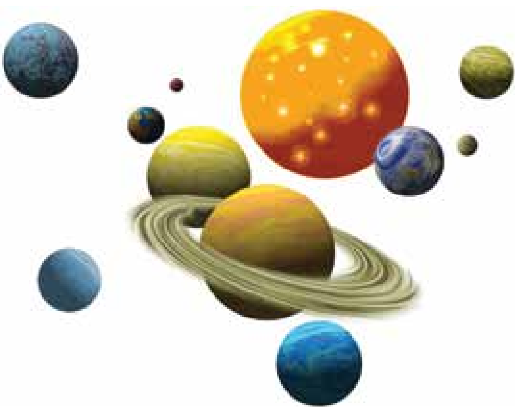

তাহলে আল্লাহকে কীভাবে চেনা যাবে যাতে তাঁর ইবাদত করা যায় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করা যায়?

এটিই হচ্ছে মানুষের প্রতি বাধ্যবাধকতা। আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন বিচারশক্তি ও বোধশক্তি, যা প্রয়োগ করে সে আল্লাহকে খুঁজে পেতে পারে বিশ্ব চরাচরে তাঁর আশ্চর্য সব সৃষ্টি ও নিদর্শনসমূহের প্রকাশ ও গভীর চিন্তার মাধ্যমে। যারা এগুলো আবিষ্কার করতে পারে তারাই বুদ্ধিমান। মহামহিম কুরআন বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহ উন্মোচিত করে মানবমনকে আহ্বান করছে এসব বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে। কুরআন আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে পৃথিবী এবং তার ওপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত পর্বতসমূহের কথা এবং এর নীচ দিয়ে প্রবাহিত সাগরসমূহের কথা। আল্লাহ বলেন:

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

'তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়, স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পার।' (সূরা আন-নাহল ১৬:১৫)

তিনি আরও বলেন:

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾ وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ﴿٧﴾

'আমি কি পৃথিবীকে বানাইনি শয্যা? আর পর্বতসমূহকে (গেড়ে দেইনি) পেরেকের মতো?' (সূরা আন-নাবা ৭৮:৬-৭)

কুরআন উপস্থাপন করে সাগরের এবং এর থেকে মানুষ যে উপকার পেয়ে থাকে তার কথা। আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

'এবং তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাংস (মাছ) আহার করতে পারো এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার অলংকারাদি যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো স্থান হতে স্থানে দ্রব্য সম্ভার পরিবহনের মাধ্যমে এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরা আন-নাহল ১৬:১৪)